গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয় ঃ পরিবেশ ও বন
বিভাগ ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য

সার-সংক্ষেপ

তারিখ ঃ ২১ চৈত্র, ১৪১৬
০৪ এপ্রিল, ২০১০

বরাত ঃ পবম/(বন শাঃ-১)৪৯/২০০৯/৪০৩

বিষয় ঃ সুন্দরবনের চারিদিকের গ্রামবাসীকে সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্তকরণ।

সূত্র ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১০ তারিখের পত্র সংখ্যা ৪৩.২০.৩০.০০.০০.০১.২০০৯-৩৯।

০১। উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, সুন্দরবন বিশ্ব ঐতিহ্য (World Heritage) হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালে সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য (World Heritage) হিসেবে ঘোষণার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। সুন্দরবন হচ্ছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট এবং জীব-বৈচিত্র্যের এক উল্লেখযোগ্য স্থান। এ বন বাংলাদেশের অহংকার ও গর্ব। বনটিকে ঘিরে সন্নিহিত অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ মধু আহরণ, মাছ শিকার ও কাঠ সংগ্রহসহ নানা কর্মকান্ডে ব্যাপৃত আছে। ডাংগায় বাঘ, জলে কুমির ও কামট থাকায় এ সকল পেশা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বিশ্ব বিখ্যাত সুন্দরবনের সম্পদ আহরণকালে দরিদ্র এ জনগোষ্ঠী প্রায়শঃ নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার শিকার এমনকি মৃত্যুবরণ করে থাকে। সচেতনতার অভাব ও ঝুঁকির অনুপাতে সুন্দরবন সংলগ্ন অসহায় জনগণ সুন্দরবন থেকে ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ আহরণ ব্যতীত [illegible] আর কোন সুবিধা প্রাপ্ত না হওয়ায় ও সুন্দরবনের সম্পদে তাদের অংশীদারিত্ব না থাকায় এবং বন বিভাগের লোকবল কম থাকায় সুন্দরবন সংরক্ষণ দুরূহ হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ আবার অসাধু চক্রের সাথে মিলে বেআইনীভাবে বিভিন্ন সম্পদ আহরণেও জড়িয়ে পড়ছেন।

০২। এ প্রেক্ষাপটে [illegible] জানান যে, সুন্দরবনের মত বিশাল বনাঞ্চলের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ শুধু [illegible] এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা দুরূহ হয়ে পড়ছে। [illegible] স্থানীয়দের পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর ও জোরদার করার উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীদেরকে বন ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন (সংলাগ-১)। উল্লেখ্য যে কোন বনের টেকসই সংরক্ষণ অনেকাংশেই সংলগ্ন জনগণের আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। স্থানীয় জনগণের সাথে সরকারী কর্মচারীবৃন্দ যৌথভাবে Joint Forest Management কর্মসূচির মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রক্রিয়া সারা বিশ্বে একটি স্বীকৃত ও গৃহীত পদ্ধতি।

০৩। বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় গ্রীন হাউস গ্যাস কমানো এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে Adaptation কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশন চলছে। সুন্দরবন থেকে REDD (Reduced Emission through Deforested and Degraded Land) এর মাধ্যমে প্রচুর আয়ের সুযোগ আছে। এ জন্য সুন্দরবনের Carbon Stock Measurement চলছে। REDD এর এ প্রক্রিয়ায় সুন্দরবনের Carbon Stock সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করে Carbon trading-এর মাধ্যমে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের কার্যক্রম নেয়া হচ্ছে। এ অর্থের অংশ দিয়ে স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণকে সুন্দরবন সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে।

০৪। সুন্দরবন প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রতিযোগিতায় টিকে আছে। বর্তমানে ২৮টি প্রাকৃতিক আশ্চর্যের মধ্যে যৌথ ব্যবস্থাপনায় সুন্দরবনকে রক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হলে সুন্দরবনের জীব-বৈচিত্র্য যথাযথ সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালিত হবে। সুন্দরবন আরো সমৃদ্ধ হবে, প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চার্য নির্বাচনে আরো সুফল বয়ে আনবে এবং সুন্দরবনের Carbon Stock সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করে REDD মেকানিজমে Carbon trading-এর মাধ্যমে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহ করা সহজ হবে। উল্লেখ্য গত ২২/১১/২০০৯ তারিখে সুপারিশ সম্বলিত একটি সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয় (সংলাগ-২)। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গত ০১/১২/২০০৯ তারিখ ৪৩. ২০. ৩০. ০০. ০০. ০৩. ২০০৯-২০১ নং স্মারকে Joint Forest Management সম্পর্কে কতিপয় বিষয় জানতে চেয়ে সার-সংক্ষেপটি এ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করে (সংলাগ-৩)। এ পত্রের অনুবৃত্তিক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, Joint Forest Management-এর অধীনে গ্রামবাসী গৌণ বনজ সম্পদের উপর অধিকার প্রাপ্ত হন। গ্রামবাসী বন সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করে বনের রাজস্ব আয়ের কিছু অংশ পেয়ে থাকেন। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এ পদ্ধতি চালু আছে। পক্ষান্তরে সামাজিক বনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন বনজ সম্পদ সৃজন করা হয়ে থাকে। আর Joint Forest Management এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে বনাঞ্চলের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। সামাজিক বনায়ন পদ্ধতিতে বনের রাজস্ব ভাগাভাগি করা হয়না বরং সৃজিত বনজ সম্পদের লভ্যাংশ তাদেরকে প্রদান করা হয় (সংলাগ-৪)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রণালয় ঃ

বিভাগ ঃ

সার-সংক্ষেপ

নম্বর ঃ

তারিখ ঃ

বিষয় ঃ

পূর্ব পৃষ্ঠার ধারাবাহিক

০৪। Joint Forest Management কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বাংলাদেশে চালু করা হয়নি। তবে জাতীয় বন নীতি-২০০৪ এ উল্লেখ আছে "বন খাতের উন্নয়নে বনায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে মহিলাসহ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হইবে"। বন আইন ১৯২৭ এর ২৮ ধারায় বলা হয়েছে "সরকার কোন গঠিত সংরক্ষিত বনে বা উহার উপর সরকারের অধিকার কোন গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উপর অর্পণ করতে পারেন এবং এরূপ অর্পণ বাতিল করতে পারেন"। সংরক্ষিত বনের আদায়কৃত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ স্থানীয় জনসাধারণ যারা সংরক্ষিত বন রক্ষার কাজ করবে, তাদের প্রদানের বিষয়ে একটি অনুমোদিত নীতিমালা এবং রাজস্বের অংশ প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি আছে (সংলাগ-৫)। বন আইন ১৯২৭ সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। REDD মেকানিজম এবং অন্য যে সব কার্বন ট্রেডিং-এর পদ্ধতি আছে বা ভবিষ্যতে হবে, তা থেকে প্রাপ্য অর্থের অংশ বন রক্ষায় সম্পৃক্ত Community People কে প্রদানের জন্য বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধনের প্রয়োজন হবে। কাজেই এরূপ একটি পদ্ধতি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের মাধ্যমে বন সংরক্ষণ এবং নীতিমালা সংশোধনের পূর্বে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতিগত সম্মতি প্রয়োজন।

০৫। এমতাবস্থায়, সুন্দরবনের বনজ সম্পদ, পশু-পাখি তথা জীব-বৈচিত্র্য যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য এ বনের সাথে সম্পৃক্ত ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত অসংখ্য মানুষের জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত করা জরুরী। সুন্দরবন সংরক্ষণের সাথে তাদের স্বার্থ জড়িত। Joint Forest Management [illegible] সুন্দরবন সংরক্ষণ সহজতর হবে বিধায় [illegible] প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত [illegible] করা যায়।

(ক) সুন্দরবন সংলগ্ন [illegible] Joint Forest Management [illegible] উদ্দেশ্যে বনের অন্যান্য বনজদ্রব্যের রাজস্ব আয়ের অংশ [illegible] ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) REDD মেকানিজমে অর্থায়নের পর থেকে এ খাতে প্রাপ্য অর্থের অংশ থেকে এ খাতে অর্থ প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) সুন্দরবন সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে সুন্দরবন সংলগ্ন ৭৬টি গ্রামের প্রতিটি গ্রামে ৮/১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি করে সুন্দরবন যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন; গ্রামের দরিদ্র প্রতিটি বাড়ী থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উক্ত কমিটির সদস্য নির্বাচন এবং কার্যপরিধি ও দায়বদ্ধতা ইত্যাদি সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিরূপণ এবং বন বিভাগ থেকে উক্ত কমিটির কার্যক্রম তদারকীকরণ;

০৬। উপর্যুক্ত ০৬ অনুচ্ছেদের প্রস্তাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ বিবেচনা ও নীতিগত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

(ড. মিহির কান্তি মজুমদার)
সচিব।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর
বন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

পত্র নং- ২২.০১.০০০০.০১১.০১.১৬৭(পার্ট-৩).১২ তারিখ- /০১/২০১২ইং।

প্রাপকঃ বন সংরক্ষক,
খুলনা অঞ্চল,
খুলনা।

বিষয় ঃ সুন্দরবনের চারিদিকের গ্রামবাসীকে সুন্দরবন ব্যবস্হাপনার সাথে সম্পৃক্ত করণ প্রসংগে।

সূত্রঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-পবম(বঃশাঃ-১)৪৯/২০০৯/৩৮তাং -২২/১/২০১২ইং (কপি সংযুক্ত)।

উল্লিখিত বিষয়ে মন্ত্রণলয়ের সূত্রোক্ত পত্রের চাহিদা অনুযায়ী স্বয়ংসম্পূর্ন প্রতিবেদন অত্র দপ্তরে প্রেরনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

(মোঃ তারিকুল ইসলাম)
সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক
ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইউনিট।
ফোনঃ-৮১২৬৬৬৫

পত্র নং- ২২.০১.০০০০.০১১.০১.১৬৭(পার্ট-৩).১২.৬৩ তারিখ- ৩১ /০১/২০১২ইং।

Copy forwarded to Chief of Party, IPAC, House No-68, Road No-1, Block No-1, Banani, Dhaka-1213 for information and necessary comment on the issue raised by Ministry of Environment & Forest.

(মোঃ তারিকুল ইসলাম)
সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক
ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইউনিট।
ফোনঃ-৮১২৬৬৬৫

Riadh Bhai
Pl. incorporate in Bangla Version
01/02/2012

D:\habib it\Technical & General Letter-2012.doc38

প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর
ডাইরী নং ৩৩৬
তারিখ ২৫/১/১২

তারিখ ঃ 25 JAN 2012
প্রধান বন সংরক্ষকের শাখা ঃ
প্রধান সহকারীর স্বাক্ষর ঃ
সংশ্লিষ্ট শাখা ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-১
Web Site : www.moef.gov.bd

নং-পবম(বঃ শাঃ-১)৪৯/২০০৯/৩৮

০৯ মাঘ, ১৪১৮
তারিখ ঃ ---------------- ।
২২ জানুয়ারী, ২০১২

বিষয় ঃ সুন্দরবনের চারিদিকের গ্রামবাসীকে সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্তকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ প্রধান বন সংরক্ষকের ২৭/১২/২০১১ তারিখের প্রবস(সা)/১টি-১৬৭(পার্ট-৩)/২০১১/৭১৯ নং স্মারক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, তাঁর দপ্তর হতে প্রেরিত গাইড লাইন কি পদ্ধতিতে, কি কি Critaria অনুসরণ করে, কিভাবে প্রণীত হয়েছে তার কোন তথ্য পত্রে উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া বর্ণিত গাইড লাইন প্রণয়নে তাঁর দপ্তর বা এ মন্ত্রণালয়ের কোন অংশগ্রহণ ছিল কিনা সে বিষয়টিও পত্রে উল্লেখ নাই।

০২। এমতাবস্থায়, প্রণীত গাইড লাইন প্রণয়ন বিষয়ে বর্ণিত তথ্যসহ আনুসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২২/১/১২
(শেখ শোয়েবুল আলম)
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৪৫৩৯
e-mail:forest1@moef.gov.bd.

প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।

অ নু লি পিঃ

সচিবের একান্ত সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ জানুয়ারি, ২০১২

নং পবম/বন শাখা-২/০২/অভয়ারণ্য/১৩/২০১০/(অংশ-১)/৩৫—বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ ইং এর ধারা ২৩ (৩) এর ক্ষমতাবলে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের আওতাধীন ২৭ ও ২৮ নং কম্পার্টমেন্টের ৫৬০.০ হেক্টর নদী ও খালের জলাভূমি জলজ প্রাণী বিশেষ করে বিরল প্রজাতির গাংগেয় ডলফিন (Platanista gangetica) ও ইরাবতী ডলফিন (Orcaella brevirostris) সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির স্বার্থে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সংরক্ষিত বনভূমি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে "চাঁদপাই" বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হলো ঃ

'তফসিল'

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	স্টেশন	সংশ্লিষ্ট কমপার্টমেন্টসমূহ	নদী ও খালের জল এলাকা (হেক্টর)	মন্তব্য
বাগেরহাট	মংলা	চাঁদপাই	চাঁদপাই	২৭ ও ২৮	৫৬০.০ হেক্টর	সংরক্ষিত বনাঞ্চল
				মোট=	৫৬০.০ হেক্টর	

চৌহদ্দি

উত্তর ঃ চাঁদপাই রেঞ্জ সদর সংলগ্ন জয়মনিরগুল ও চাঁদপাই চেক স্টেশন, ২৭ নং কমপার্টমেন্টের দক্ষিণাংশের মির্গামারী খাল সংলগ্ন স্থলভাগ এবং ৩১ নং কমপার্টমেন্টের দক্ষিণাংশের পশুর নদী সংলগ্ন সংরক্ষিত বনভূমি।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

দক্ষিণ ঃ ২৬ ও ২৮নং কমপার্টমেন্টের উত্তরাংশে মির্গামারী খাল সংলগ্ন স্থলভাগ ও মির্গামারী টহল ফাঁড়ির সম্মুখে আন্ধারমানিক খাল ও মির্গামারী খালের সংযোগ স্থল, পশুর নদীর পশ্চিম পার্শ্বের জোংরা টহল ফাঁড়ি থেকে নন্দবালা টহল ফাঁড়ি পর্যন্ত স্থলভাগ।

পূর্ব ঃ ২৭নং কমপার্টমেন্টের মির্গামারী খাল সংলগ্ন স্থলভাগ, পশুর নদীর পূর্বাংশে অবস্থিত জয়মনিরগুল সংলগ্ন বনভূমি (জলভাগ) এবং ২৭নং কমপার্টমেন্টের পশ্চিমাংশের মির্গামারী খাল সংলগ্ন স্থলভাগ।

পশ্চিম ঃ ৩০ কমপার্টমেন্টের পশুর নদী সংলগ্ন স্থলভাগ।

অবস্থান ঃ জিপিএস অনুসারে চাঁদপাই অভয়ারণ্যের চতুর্দিকের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নিম্নরূপ ঃ

অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ
২২° ২২.২২৭′	৮৯° ৩৬.৯৫১′
২২° ২২.১৮১′	৮৯° ৩৬.৯৫০′
২২° ২২.২৪০′	৮৯° ৩৭.৩৭২′
২২° ২০.৭৯৬′	৮৯° ৩৭.৪৬৪′
২২° ২২.২৪০′	৮৯° ৩৭.৩৭২′
২২° ২১.০৭০′	৮৯° ৩৭.৭৫০′
২২° ২১.১৩৫′	৮৯° ৩৮.১১৩′
২২° ২১.১৫৪′	৮৯° ৩৮.২৩২′
২২° ২১.৯৪৩′	৮৯° ৩৮.৪৫৩′
২২° ২২.০১৪′	৮৯° ২৮.৪৪০′
২২° ২২.০৪৩′	৮৯° ৩৮.৫৭৩′
২২° ২০.৭৯৬′	৮৯° ৩৭.৪৬৪′
২২° ২০.৯১১′	৮৯° ৩৮.১৭৩′
২২° ২০.৯২২′	৮৯° ৩৮.১৯৮′
২২° ২১.৮৫০′	৮৯° ৩৮.৪৬৬′
২২° ২২.০১৪′	৮৯° ২৮.৪৪০′
২২° ২১.৯৮১′	৮৯°৪০.০৩০′
২২° ১৮.৪৬৩′	৮৯°৪২.২০৬′
২২° ১৮.৪৭৬′	৮৯°৪২.১৭১′
২২° ১৮.৫৫৬′	৮৯°৪২.৩৩৭′
২২° ১৮.৫৫৮′	৮৯°৪২.৩৩৬′
২২° ১৮.৪৬৩′	৮৯°৪২.২০৬′

মেছবাহ উল আলম
সচিব।

আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বন অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ জানুয়ারি ২০১২

নং পবম/বন শাখা-২/০২/অভয়ারণ্য/১৩/২০১০(অংশ-১)/৩৬—বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ ইং এর ধারা ২৩(৩) এর ক্ষমতাবলে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের আওতাধীন ২ ও ৩ নং কম্পার্টমেন্টের ১৭০.০ হেক্টর নদী ও খালের জলাভূমি জলজ প্রাণী বিশেষ করে বিরল প্রজাতির গাংগেয় ডলফিন (Platanista gangetica) ও ইরাবতী ডলফিন (Orcaella brevirostris) সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির স্বার্থে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সংরক্ষিত বনভূমি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে “দুধমূখী” বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হলো।

তফসিল

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	স্টেশন	সংশ্লিষ্ট কমপার্টমেন্টসমূহ	নদী ও খালের জল এলাকা (হেক্টর)	মন্তব্য
বাগেরহাট	শরণখোলা	শরণখোলা	দুধমূখী, টহলফাঁড়ী ও সুপতি স্টেশন	২ ও ৩	১৭০.০ হেক্টর	সংরক্ষিত বনাঞ্চল
				মোট=	১৭০.০ হেক্টর	

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

চৌহদ্দি

উত্তর ঃ ২নং কমপার্টমেন্টের স্থলভাগ ও বেতমোর নদীর পশ্চিম তীর অক্ষাংশ ২২°০৬.০৮২′ দ্রাঘিমাংশ ৮৯°৪৬.৩২৫′ হতে বেতমোর নদীর ২নং কমপার্টমেন্টের পূর্ব তীর অক্ষাংশ ২২°০৬.০৮২′ দ্রাঘিমাংশ ৮৯°৪৬.৫১২′, ভোলা নদীর পশ্চিম তীরে ২নং কমপার্টমেন্ট সংলগ্ন দ্রাঘিমাংশ ৮৯°৪৮.৪৬৪′ অক্ষাংশ ২২°০৪.৬৩১′ হতে ১নং কমপার্টমেন্ট সংলগ্ন বেতমোর নদীর পূর্বতীর অক্ষাংশ ২২°০৪.৬৩১′ দ্রাঘিমাংশ ৮৯°৪৮.৫১০′ পর্যন্ত বিস্তৃত।

দক্ষিণ ঃ ৩নং কমপার্টমেন্টের স্থলভাগ ও দুধমূখী টহল ক্যাম্পের বিপরীতে বেতমোর নদী ও বড় শেওলা খালের সংযোগ স্থল থেকে শুরু করে ভোলা নদী ও বড় শেওলা খালের সংযোগ স্থল পর্যন্ত বিস্তৃত।

পূর্ব ঃ ১নং ও ২নং কমপার্টমেন্টের স্থলভাগ এবং ভোলা নদী ও বড় শেওলা খালের সংযোগ স্থল পর্যন্ত বিস্তৃত।

পশ্চিম ঃ ১২ এ নং কমপার্টমেন্টের পূর্বাংশের বেতমোর নদীর সংলগ্ন স্থলভাগ।

অবস্থান ঃ জিপিএস অনুসারে দুধমূখী অভয়ারণ্যের চতুর্দিকের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নিম্নরূপ ঃ

অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ
২২°০৬.০৮২′	৮৯°৪৬.০৭৪′
২২°০৬.০৭৮′	৮৯°৪৬.৩২৫′
২২°০৫.৩৫৯′	৮৯°৪৬.৪১২′
২২°০৫.৩১৮′	৮৯°৪৬.৫৭৪′
২২°০৪.০৮০′	৮৯°৪৮.০৭৭′
২২°০৫.৪০২′	৮৯°৪৬.৭২৬′
২২°০৫.০১৩′	৮৯°৪৭.৪১৫′
২২°০৪.৩৭৩′	৮৯°৪৮.০০৯′
২২°০৪.৬১৯′	৮৯°৪৮.১২৮′
২২°০৪.৩৯৯′	৮৯°৪৮.৪৬৪′
২২°০৪.০৮০′	৮৯°৪৮.০৭৭′

মেছবাহ উল আলম
সচিব।

আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd.

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বন অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ জানুয়ারি ২০১২

নং পবম/বন শাখা-২/০২/অভয়ারণ্য/১৩/২০১০/(অংশ-১)/৩৭—বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ ইং এর ধারা ২৩ (৩) এর ক্ষমতাবলে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের আওতাধীন ৩১ নং কম্পার্টমেন্টের ৩৪০.০ হেক্টর নদী ও খালের জলাভূমি জলজ প্রাণী বিশেষ করে বিরল প্রজাতির গাংগেয় ডলফিন (Platanista gangetica) ও ইরাবতী ডলফিন (Orcaella brevirostris) সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির স্বার্থে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সংরক্ষিত বনভূমি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে "ঢাংমারী" বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হলো।

তফসিল

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	স্টেশন	সংশ্লিষ্ট কমপার্টমেন্ট	নদী ও খালের জল এলাকা (হেক্টর)	মন্তব্য
বাগেরহাট	দাকোপ	চাঁদপাই	ঢাংমারী	৩১	৩৪০.০	সংরক্ষিত বনাঞ্চল
				মোট=	৩৪০.০ হেক্টর	

চৌহদ্দি

উত্তর ঃ ঢাংমারী গ্রাম, মংলা ও ঢাংমারী মধ্যাংশে ২২°২৬.৮০৭′ অক্ষাংশ ও ৮৯°৩৬′ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনের উত্তর সীমানা।

দক্ষিণ ঃ জংগ্রা টহল ক্যাম্পের সম্মুখ স্থল হতে পূর্ব দিকে পশুর নদীর মধ্যাংশ পর্যন্ত সুন্দরবনের প্রান্ত সীমানা।

পূর্ব ঃ পশুর নদীর মধ্য সীমানা বরাবর সুন্দরবন সংরক্ষিত বনের শেষ সীমানা।

পশ্চিম ঃ ঢাংমারী স্টেশন হতে ঘাঘড়ামারী টহল ক্যাম্প পর্যন্ত ঢাংমারী খালের সম্পূর্ণ অংশ, ঢাংমারী ও ভোদনখালী গ্রাম এলাকা, করমজল বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র সংলগ্ন ৩১ নং কম্পার্টমেন্ট সংলগ্ন পশুর নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত বিস্তৃত।

অবস্থান ঃ জিপিএস অনুসারে ঢাংমারী অভয়ারণ্যের চতুর্দিকের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নিম্নরূপ ঃ

অংক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ
২২°২৬.৫২১′	৮৯°৩৩.০২৭′
২২°২৬.৪৮২′	৮৯°৩২.৯৭৩′
২২°২৬.৪৩২′	৮৯°৩২.৯৪০′
২২°২৬.৪১১′	৮৯°৩২.৯৮০′
২২°২৬.৫২১′	৮৯°৩৩.০২৭′
২২°২৬.৫২৩′	৮৯°৩৩.০৭১′
২২°২৬.৪১১′	৮৯°৩৩.৯৮০′
২২°২৬.৩৪৩′	৮৯°৩৫.১৬১′
২২°২৬.৩৫৬′	৮৯°৩৫.২৮১′
২২°২৬.৩৪৩′	৮৯°৩৫.১৬১′
২২°২৬.৬৮৬′	৮৯°৩৫.০৯৬′
২২°২৬.৬৮৬′	৮৯°৩৫.০৯৬′
২২°২৬.৮০৭′	৮৯°৩৫.৫৪২′
২২°২৫.৩৫৯′	৮৯°৩৬.৩২১′
২২°২৫.১৭৭′	৮৯°৩৬.৮৬০′
২২°২৬.৩৫৬′	৮৯°৩৫.২৮১′
২২°২৫.৭৩৩′	৮৯°৩৫.৫৭৮′
২২°২৫.১৭৭′	৮৯°৩৫.৮৬০′

মেছবাহ উল আলম
সচিব।

আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

২১১৬
২৮৬৩/৩০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

30 MAR 2010

নং- পবম/বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী/১৫/২০০৯/১৭৬ তারিখ ঃ ২৪ মার্চ ২০১০

24 march 2010

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৭৩ এর ধারা ২৩ এর উপধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ০১ নভেম্বর ১৯৮৩ তারিখে তৎকালীন কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি ও বন ডিভিশন কর্তৃক জারীকৃত XIII/For-65/83770 সংখ্যক প্রজ্ঞাপন (বাংলাদেশ গেজেট পার্ট-১ তারিখঃ ১৭ নভেম্বর ১৯৮৩ সংখ্যায় প্রকাশিত) দ্বারা কক্সবাজার বন বিভাগের টেকনাফ রেঞ্জের ২৮,৬৮৮ একর রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকাকে Game Reserve (Elephant) হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছিল। বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৩ এর ধারা ২৩ এর উপধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত Game Reserve (Elephant) কে টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (Teknaf Wildelife Sanctuary) হিসেবে ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(জাহান আরা বেগম)
উপ-সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(প্রজ্ঞাপনটি গেজেটে প্রকাশ করে এ মন্ত্রণালয়ে ৫০ কপি প্রেরণের অনুরোধসহ)।

নং- পবম/বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী/১৫/২০০৯/১৭৬(৫) তারিখ ঃ ২৪ মার্চ ২০১০

অনুলিপিঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
২. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৫. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৪-৩-১০
(জাহান আরা বেগম)
উপ-সচিব

(৭)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

নং পবম/বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য/১১/২০১০/২০৯ তারিখ ঃ ০৬ এপ্রিল ২০১০

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ এর ধারা ২৩(৩) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম জেলার নিম্ন তফশীলে বর্ণিত সংরক্ষিত বনভূমির উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে **"দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য"** হিসাবে ঘোষণা করা হলোঃ

তফশীল

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	বিট	ব্লক / মৌজা	বনভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	বনের শ্রেণী
চট্টগ্রাম	রাংগুনিয়া	খুরুশিয়া	দুধপুকুরিয়া	দুধপুকুরিয়া (দুধপুকুরিয়া ও পূর্ব খুরুশিয়া মৌজা)	৮২৯.৫৫	সংরক্ষিত বন
			কমলাছড়ি	শিলছড়ি (পূর্ব ও পশ্চিম খুরুশিয়া মৌজা)	৮৯০.৬৮	-ঐ-
	চন্দনাইশ	দোহাজারী	ধোপাছড়ি	ধোপাছড়ি (পশ্চিম ধোপাছড়ি মৌজা)	১,৫১৫.৭৮	-ঐ-
				মংলা (জঙ্গল ধোপাছড়ি মৌজা)	১,৪৮০.৫৬	-ঐ-
				মোট ঃ-	৪,৭১৬.৫৭	

চৌহদ্দীর বিবরণ

উত্তর ঃ খুরুশিয়া রেঞ্জের খুরুশিয়া ও সুখবিলাস বিট, রাংগুনিয়া রেঞ্জের পারিশ্চা বিট এলাকা এবং রাংগুনিয়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়ন এলাকা।

দক্ষিণ ঃ দোহাজারী রেঞ্জের লালুটিয়া ও সাংগু বিট এবং চন্দনাইশ উপজেলার ধোপাছড়ি ইউনিয়ন।

পূর্ব ঃ বান্দরবান পার্বত্য এলাকা।

পশ্চিম ঃ পটিয়া রেঞ্জের শ্রীমাই ও বরগুনি বিট এলাকা এবং পটিয়া উপজেলার কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়ন ; চন্দনাইশ উপজেলার হাশেমপুর ইউনিয়ন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
(ড. মিহির কান্তি মজুমদার)
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ পঞ্চাশ কপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধসহ)।

নং পবম/বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য/১১/২০১০/২০৯(৯) তারিখ ঃ ০৬ এপ্রিল ২০১০

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৩। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
৫। বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম/বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৮। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম দক্ষিন বন বিভাগ, চট্টগ্রাম।

৬-৪-১০
(জাহান আরা বেগম)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৬১১৮৩

(৭)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

নং পবম/বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য/১১/২০১০/২০৯ তারিখ ঃ ০৬ এপ্রিল ২০১০

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ এর ধারা ২৩(৩) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম জেলার নিম্ন তফশীলে বর্ণিত সংরক্ষিত বনভূমির উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে **"দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য"** হিসাবে ঘোষণা করা হলোঃ

তফশীল

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	বিট	ব্লক / মৌজা	বনভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	বনের শ্রেণী
চট্টগ্রাম	রাংগুনিয়া	খুরুশিয়া	দুধপুকুরিয়া	দুধপুকুরিয়া (দুধপুকুরিয়া ও পূর্ব খুরুশিয়া মৌজা)	৮২৯.৫৫	সংরক্ষিত বন
			কমলাছড়ি	শিলছড়ি (পূর্ব ও পশ্চিম খুরুশিয়া মৌজা)	৮৯০.৬৮	-ঐ-
	চন্দনাইশ	দোহাজারী	ধোপাছড়ি	ধোপাছড়ি (পশ্চিম ধোপাছড়ি মৌজা)	১,৫১৫.৭৮	-ঐ-
				মংলা (জঙ্গল ধোপাছড়ি মৌজা)	১,৪৮০.৫৬	-ঐ-
				মোট ঃ-	৪,৭১৬.৫৭	

চৌহদ্দীর বিবরণ

উত্তর ঃ খুরুশিয়া রেঞ্জের খুরুশিয়া ও সুখবিলাস বিট, রাংগুনিয়া রেঞ্জের নারিশ্চা বিট এলাকা এবং রাংগুনিয়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়ন এলাকা।

দক্ষিণ ঃ দোহাজারী রেঞ্জের লালুটিয়া ও সাংগু বিট এবং চন্দনাইশ উপজেলার ধোপাছড়ি ইউনিয়ন।

পূর্ব ঃ বান্দরবান পার্বত্য এলাকা।

পশ্চিম ঃ পটিয়া রেঞ্জের শ্রীমাই ও বরগুনি বিট এলাকা এবং পটিয়া উপজেলার কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়ন ; চন্দনাইশ উপজেলার হাশেমপুর ইউনিয়ন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
(ড. মিহির কান্তি মজুমদার)
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ পঞ্চাশ কপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধসহ)।

নং পবম/বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য/১১/২০১০/২০৯(৯) তারিখ ঃ ০৬ এপ্রিল ২০১০

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৩। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
৫। বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম/বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৮। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম দক্ষিন বন বিভাগ, চট্টগ্রাম।

(জাহান আরা বেগম)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৬১১৮৩

DCCF(P)

৪/১২/১১

৪/১২/১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৪

নং- পবম/পরিশা-৪/২০৭/বিবিধ/২০১১(অংশ-১)/ ১৩৯ তারিখ ঃ ০৪/১২/২০১১ ইং।

বিষয়ঃ সুন্দরবনের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ প্রবস(প্রঃ)ডব্লিউ-৪/২০১১/৬২৮, তারিখঃ ০৭/০৯/২০১১ ইং:

উপর্যুক্ত বিষয়ে সুন্দরবনের জন্য প্রণীত সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটিতে মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো। তবে শর্ত থাকে যে, এর উপর মন্ত্রণালয়ে একটি Power Point উপস্থাপন করতে হবে।

Kamal
(মোস্তফা কামাল)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন ৭১৭৪৯৯৬

প্রধান বন সংরক্ষক
বন ভবন
আগারগাঁও
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।

অনুলিপিঃ
১। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্ম সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/পরিবেশ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। উপ প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

DISTRIBUTION
Action: RM/RAS
Copies: MRK/AKMC
File: Chrono/FD/MOEF
Date: 07/12/11

C:\Project\Mostafa Kamal Sinteller.doc

FD Endorsement/ Approval of IRMP Sep. 7. 2011

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

পত্র নংঃ প্রসম (প্রা:) ডেভি-৪/২০১১/১২৮ তারিখঃ ৭/০৯/২০১১ইং

প্রাপকঃ সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা।

বিষয়ঃ সুন্দরবনের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসংগে।

উল্লিখিত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ১৯৯৮ থেকে ২০১০ সন পর্যন্ত ১২ বছর মেয়াদী সুন্দরবনের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। পরিকল্পনাটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই নতুন একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়। এতদুপলক্ষ্যে বিগত ২০০৯ সনে ইউ এস এইড এর সহায়তায় সুন্দরবনের প্রয়োজনীয় জরীপ সম্পাদন করা হয়েছে। জরীপের প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে আইপ্যাক এর সহায়তায় একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আইপ্যাক কর্তৃক দাখিলকৃত খসড়া সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ওপর বন অধিদপ্তরের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও সুন্দরবনে দায়িত্ব পালনরত বন কর্মকর্তাগণের কয়েক দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার মাধ্যমে আইপ্যাক প্রণীত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করে সমন্বিত পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। সুন্দরবনের জন্য চূড়ান্তকৃত সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ইতিপূর্বে ছিলনা। প্রস্তাবিত ১০ বছর মেয়াদী ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী কার্বন ট্রেডিং এর প্রেক্ষাপট ও বনের পরিবেশগত স্থিতিস্থাপকতা সংরক্ষণের বিষয়াদি বিবেচনায় আনা হয়েছে।

সুন্দরবনের জন্য ইতিপূর্বে অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার প্রেক্ষিতে বনের প্রচলিত কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে অত্র পরিকল্পনাটি জরুরী অনুমোদন প্রয়োজন।

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে সুন্দরবনের জন্য প্রণীত সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়কে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সংযুক্তি ঃ IRMP Vol-I - ২ প্রস্থ।
IRMP Vol-II - ২ প্রস্থ।

৭/৯/১১

(ইশতিয়াক উদ্দীন আহমদ)
প্রধান বন সংরক্ষক (চঃ দাঃ)
বাংলাদেশ।
ফোনঃ ৮১১৮৬৭১

DISTRIBUTION
Action: RM/RAS
Cc: MRK
File: Chrono/FD
Date: 17-11-2011

D:\Shormin\Shormin Tec. & General Letter June-2011.doc66

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

নং-পবম/ বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী-২/২০০৭/৫৩৯ তারিখ ঃ ১০ নভেম্বর ২০১০

প্রজ্ঞাপন

বন্যপ্রাণী ও মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন; বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নিহত ব্যক্তির পরিবার পরিজন ও পঙ্গু মানুষের পুনর্বাসন; বাংলাদেশের জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ; বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চতকরণ; বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টি; লোকালয়ে চলে আসা বন্যপ্রাণীর জীবন রক্ষা করা এবং বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে **বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ ১৯৭৩ (পিও নং-২৩)** এর আওতায় সরকার ''বন্যপ্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১০" নিম্নবর্ণিতভাবে প্রণয়ন করলেন:-

১। **শিরোনাম:** এই নীতিমালা **"বন্যপ্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১০"** নামে অভিহিত হবে।

২। **প্রয়োগ:** (ক) এ নীতিমালা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হবে।
(খ) এ নীতিমালা সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত তারিখ হতে বলবৎ হবে।

৩। **উদ্দেশ্য:**

(ক) বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষ ও জানমালের ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর প্রতি মানুষের সহানুভূতি বৃদ্ধি;

(খ) বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের পুণর্বাসন ও বন্যপ্রাণীর আক্রমণে পঙ্গু হওয়া মানুষের পুনর্বাসন;

(গ) বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে স্থানীয় জনসাধারনের অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ ;

(ঘ) ক্ষতিপুরণ প্রদানের মাধ্যমে বিরল ও বিপদাপন্ন বন্যপ্রাণী এবং বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান ;

(ঙ) বন্যপ্রাণীর জীবন ও আবাসস্থল ধ্বংস হতে পারে এরূপ কর্মকান্ড থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে নিবৃত্ত করে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধকরণ ;

(চ) লোকালয়ে চলে আসা বিপন্ন প্রজাতির বাঘ, হাতি ও কুমির সংরক্ষণ করা ।

৪। **সংজ্ঞা-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায়-

(ক)	"বন্যপ্রাণী" অর্থ- বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ ১৯৭৩ (পিও নং-২৩) এ বর্ণিত বন্যপ্রাণীকে বুঝাবে।
(খ)	"ক্ষতিপূরণ" অর্থ এই নীতিমালায় বর্ণিত বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রমণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারের জন্য যে ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হবে।

৫। **যে সকল বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হলে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাবে ঃ**

বাঘ, হাতি ও কুমির।

৬। **যে সকল এলাকায় আক্রান্ত মানুষের জানমালের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাবে ঃ**

(ক)	আইনানুগভাবে সরকারি বনাঞ্চলে প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী বনাঞ্চলের অভ্যান্তরে বিধি ৫-এ বর্ণিত কোন বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হলে।
(খ)	কোন ব্যক্তি সরকারি বন এলাকার চিহ্নিত সীমানার বাহিরে আক্রান্ত হলে।
(গ)	সরকারি বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশের ফলে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বিধি ৫ - এ বর্ণিত বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হলেও ক্ষতিপূরণ দেয়া যাবে না।

চলমান পাতা-২

নং-পবম/ বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী-২/২০০৭/৫৩৯/১(২০০) তারিখ ঃ ১০ নভেম্বর ২০১০

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি ঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরতান সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সচিব, ... মন্ত্রণালয়, (সকল মন্ত্রণালয়)।
৪. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
(সংশ্লিষ্ট সকলকে কপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৫. জেলা প্রশাসক .... (সকল জেলা)।
(সংশ্লিষ্ট সকলকে কপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

১০-১১-১০

(জাহান আরা বেগম)
উপ-সচিব।

পত্র নং-বন(বন্যপ্রাণী)/২এম-১৪/১০/ ৯৮-৯২ তারিখ ঃ ১৪।১১।১০

অনুলিপি সংযুক্তিসহ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্মোক্ত মহলের নিকট প্রেরণ করা হইল।

১। উপ-প্রধান বন সংরক্ষক,শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উইং/সামাজিক বন উইং/বন ব্যবস্থাপনা উইং/পরিকল্পনা উইং, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

২। বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল/চট্টগ্রাম অঞ্চল/রাংগামাটি অঞ্চল/কোষ্টাল অঞ্চল/সামাজিক বন অঞ্চল, ঢাকা/ বগুড়া/যশোর।

৩। সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইউনিট/উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

৪। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা,.................................

১৪/১১/১০

(ড.তপন কুমার দে)
বন সংরক্ষক
বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
ফোন -৮১৮১১৪২।

19 DEC 2011

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

নং-পবম/ বন শা-২/০২/অভয়ারণ্য/১৩/২০১০/ ৬৮০ তারিখ : ১৪-১২-১১

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ ইং এর ধারা ২৩ (৩) এর ক্ষমতাবলে পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার এবং পটুয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগের চরমন্তাজ রেঞ্জের সোনারচর বিট এলাকার অধীন বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত নিম্ন তফশীল বর্ণিত বনভূমি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে বৃক্ষ সম্পদ সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের জন্য ' সোনারচর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য' হিসেবে ঘোষণা করা হলোঃ

'তফশীল'

জেলা	উপ জেলা	রেঞ্জ	বিট	ব্লক	মৌজা	বনভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	বনের শ্রেণী	মন্তব্য
পটুয়াখালী	গলাচিপা	চরমন্তাজ	সোনারচর	-	সোনারচর	২০২৬.৪৮	সংরক্ষিত ও ৬ ধারায় ঘোষিত বনভূমি	১০১৪.৩৪ হেঃ সংরক্ষিত বনভূমি ও ১০১২.১৪ হেঃ ৬ ধারায় ঘোষিত বনভূমি।

চৌহদ্দির বিবরণ

উত্তর : বুড়াগৌরঙ্গ নদী।
দক্ষিন : বঙ্গোপসাগর।
পূর্ব : বঙ্গোপসাগর।
পশ্চিম : বুড়াগৌরঙ্গ নদী ও বঙ্গোপসাগর।

১৪/১২/২০১১
(মেছবাহ উল আলম)
সচিব

উপ নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
(পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ ৫০ (পঞ্চাশ) কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হলো)

নং-পবম/ বন শা-২/০২/অভয়ারণ্য/১৩/২০১০/ ৬৮৫ তারিখ : ১৪-১২-১১

১. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
৪. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
৫. জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী।
৬. বন সংরক্ষক, বরিশাল।
৭. বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৮. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৯. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন বিভাগ, পটুয়াখালী সামাজিক বন বিভাগ

১৪/১২/২০১১
(মোমেনা খাতুন)
উপ-সচিব

(৭)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

নং পবম/বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য/১১/২০১০/২০৯ তারিখ ঃ ০৬ এপ্রিল ২০১০

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ এর ধারা ২৩(৩) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম জেলার নিম্ন তফশীলে বর্ণিত সংরক্ষিত বনভূমির উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে **"দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য"** হিসাবে ঘোষণা করা হলোঃ

তফশীল

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	বিট	ব্লক / মৌজা	বনভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	বনের শ্রেণী
চট্টগ্রাম	রাংগুনিয়া	খুরুশিয়া	দুধপুকুরিয়া	দুধপুকুরিয়া (দুধপুকুরিয়া ও পূর্ব খুরুশিয়া মৌজা)	৮২৯.৫৫	সংরক্ষিত বন
			কমলাছড়ি	শিলছড়ি (পূর্ব ও পশ্চিম খুরুশিয়া মৌজা)	৮৯০.৬৮	-ঐ-
	চন্দনাইশ	দোহাজারী	ধোপাছড়ি	ধোপাছড়ি (পশ্চিম ধোপাছড়ি মৌজা)	১,৫১৫.৭৮	-ঐ-
				মংলা (জঙ্গল ধোপাছড়ি মৌজা)	১,৪৮০.৫৬	-ঐ-
				মোট ঃ-	৪,৭১৬.৫৭	

চৌহদ্দীর বিবরণ

উত্তর ঃ খুরুশিয়া রেঞ্জের খুরুশিয়া ও সুখবিলাস বিট, রাংগুনিয়া রেঞ্জের নারিশ্চা বিট এলাকা এবং রাংগুনিয়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়ন এলাকা।
দক্ষিণ ঃ দোহাজারী রেঞ্জের লালুটিয়া ও সাংগু বিট এবং চন্দনাইশ উপজেলার ধোপাছড়ি ইউনিয়ন।
পূর্ব ঃ বান্দরবান পার্বত্য এলাকা।
পশ্চিম ঃ পটিয়া রেঞ্জের শ্রীমাই ও বরগুনি বিট এলাকা এবং পটিয়া উপজেলার কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়ন ; চন্দনাইশ উপজেলার হাশেমপুর ইউনিয়ন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
(ড. মিহির কান্তি মজুমদার)
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ পঞ্চাশ কপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধসহ)।

নং পবম/বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য/১১/২০১০/২০৯(৯) তারিখ ঃ ০৬ এপ্রিল ২০১০

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৩। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
৫। বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম/বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৮। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম দক্ষিন বন বিভাগ, চট্টগ্রাম।

৬-৪-১০
(জাহান আরা বেগম)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৬১১৮৩

(6)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

নং পবম/বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য/১৩/২০১০/২১২ তারিখ ঃ ০৬ এপ্রিল ২০১০

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ এর ধারা ২৩(৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং-পবম(শা-৩)/১১/৯৩/১৯০ তারিখ ঃ ০৭/০৩/১৯৯৬ মূলে ঘোষিত বান্দরবান জেলাধীন লামা উপজেলার ২৮৫-সাংগু মৌজার নিম্ন তফশীলে বর্ণিত সংরক্ষিত বনভূমির উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে **" সাংগু বন্যপ্রাণী অভয়ারন্য"** হিসাবে ঘোষণা করা হলোঃ

জেলা	উপজেলা	মৌজা	রেঞ্জ	বনভূমির পরিমান (একর)	বনের শ্রেণী
বান্দরবান	লামা	২৮৫-সাংগু	সাংগু	৫৭৬০.০	সংরক্ষিত বন
			মোট	৫৭৬০.০	সংরক্ষিত বন

চৌহদ্দী

উত্তরে ঃ ছমুখালের ডান দিকের অগ্রভাগ এবং ইয়াংছা মৌজার দক্ষিণ সীমানা।
দক্ষিনে ঃ খোয়াইঝিরি ও আলীক্ষ্যং মৌজা।
পূর্বে ঃ তৈন ও ছাগলখাইয়া মৌজার পশ্চিম সীমানা।
পশ্চিমে ঃ মুরংপাড়া ও রোয়াজা পাড়া।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
(ড. মিহির কান্তি মজুমদার)
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ পঞ্চাশ কপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধসহ)।

নং পবম/বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য/১৩/২০১০/২১২(৯) তারিখ ঃ ০৬ এপ্রিল ২০১০

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৩। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। জেলা প্রশাসক, বান্দরবান।
৫। বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম।
৬। বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৮। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, লামা বন বিভাগ, লামা।

৬-৪-১০
(জাহান আরা বেগম)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৬১১৮৩

জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার নিম্ন তফশীলে বাণত ২৯০৮.৫০ একর [illegible] সংরক্ষণ এবং পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে **"হাজারীখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য"** হিসাবে ঘোষণা করা হলোঃ

জেলা	উপজেলা	মৌজা ও জে.এল.নং	রেঞ্জ	বিট	ব্লক	বনভূমির পরিমান(একর)	বনের শ্রেণী
চট্টগ্রাম	ফটিকছড়ি	রামগড়-সীতাকুন্ডু রিজার্ভ ফরেষ্ট-২	হাজারী খিল	হাজারী খিল	হাজারীখিল	৯৫০.২০	সংরক্ষিত বন
					রাংগাপানি	৬২১.০৫	
				ফটিকছড়ি	হারুয়ালছড়ি	১৩৩৭.২৫	সংরক্ষিত বন
					মোট	২৯০৮.৫০	

চৌহদ্দী

উত্তর ঃ নারায়নহাট রেঞ্জের বালুখালি বিটের ইদিলপুর বদুরখীল ব্লক।

দক্ষিণ ঃ হাজারীখিল রেঞ্জের বারমাসিয়া ব্লক।

পূর্ব ঃ নারায়নহাট রেঞ্জের বালুখালি বিটের বদুরখিল, হাজারীখিল রেঞ্জের ফটিকছড়ি বিটের ফটিকছড়ি ব্লক, হারুয়ালছড়ি খাল, ফটিকছড়ি উপজেলার জঙ্গল হামিদছড়ি মৌজা, জে.এল.নং-৩৫।

পশ্চিম ঃ মীরসরাই উপজেলার রামগড়-সীতাকুন্ডু রিজার্ভ ফরেস্ট মৌজার রিজ বা চূড়া, জে.এল.নং-৯৫, বারৈয়াঢালা রেঞ্জের বড়তাকিয়া বিটের কুন্ডেরহাট ব্লক, বারৈয়াঢালা বিটের ওয়াহেদপুর ব্লক ও বারৈয়াঢালা ব্লক।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(ড. মিহির কান্তি মজুমদার)
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ পঞ্চাশ কপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধসহ)।

নং পবম/বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য/১১/২০১০/২১১(৯) তারিখ ঃ ০৬ এপ্রিল ২০১০

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৩। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
৫। বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম/বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৮ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ, চট্টগ্রাম।

(জাহান আরা বেগম)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৬১১৮৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
উপকূলীয় বন বিভাগ
পটুয়াখালী।

পত্র নং- ১৭৯২/৮-২১ তারিখ ঃ

বন সংরক্ষকের দপ্তর
নিবন্ধক সংখ্যা
নথি সংখ্যা
তারিখ
কোস্টাল সার্কেল কাশিপুর,বরিশাল।

14 SEP 2010
ব.স. (ব.প্র. নে.ক.সা) ঃ
প্রঃ সহকারী ঃ

প্রাপক ঃ বন সংরক্ষক
কোস্টাল সার্কেল
কাশিপুর, বরিশাল।

বিষয় ঃ **টেংরাগিরি সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণার প্রস্তাব প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ বন সংরক্ষক, বণ্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বনভবন, ঢাকা মহোদয়ের দপ্তরের পত্র নং- বস (বণ্যপ্রাণী)/২এম-১২৩/১০/৫১৭ তারিখ- ২৮/০৩/২০১০ ইং (কপি সংযুক্ত)।

সম্মান সহকারে সূত্রোক্ত পত্রের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং- ৭৬২৬ এস,এ তারিখ- ১২/০৭/১৯৬০ ইং মূলে "টেংরাগিরি" বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত বন ঘোষণা করা হয়। বর্ণিত এলাকাকে বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হলে উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে। বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, খাদ্যশৃঙ্খল সুরক্ষা ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে উক্ত বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু বর্ধিত জনগোষ্ঠীর চাপ, বনভূমি সংকোচন, বণ্যপ্রাণী আবাসস্থল ধ্বংস ও অপরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের ফলে প্রস্তাবিত বনাঞ্চলটির জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। যদি এ বনাঞ্চলটিকে "টেংরাগিরি বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য" ঘোষণা করা হয় তাহলে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশ পর্যটনের (Eco-tourism) সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে। এছাড়া শিক্ষার্থী, গবেষক, শিক্ষক ও স্থানীয় জনসাধারণের চিত্তবিনোদন, শিক্ষা, গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে করে সমগ্র দেশে এ বনাঞ্চলের গুরুত্ব ও পরিচিতি প্রসারিত হবে বলে আমি মনে করি।

প্রস্তাবিত এলাকাটি বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন দক্ষিণাংশে অবস্থিত এবং জাতীয়ভাবে "টেংরাগিরি সংরক্ষিত বন" এলাকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এ বনের প্রধান বৃক্ষরাজির মধ্যে রয়েছে সুন্দরী, কেওড়া, বাইন, পশুর, কাকড়া ইত্যাদি প্রজাতি। এ বনের প্রধান বণ্যপ্রাণীর মধ্যে বানর, শুকর, সজারু, শিয়াল প্রজাতির বণ্যপ্রাণী। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির গাছপালা ও প্রাকৃতিক পরিবেশে পশু-পাখির বিচরণ প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে বনাঞ্চল ও বন বাগান এলাকায় পশু-পাখির বিচরণ ও বিদ্যমান গাছপালা বণ্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য সৃষ্টির মাধ্যমে সংরক্ষণ সম্ভব হলে ভবিষ্যতে "টেংরাগিরি সংরক্ষিত বনাঞ্চল" একটি সফল বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে পরিগণিত হবে বলে আমি মনে করি। তাই টেংরাগিরি সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে "টেংরাগিরি বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য" ঘোষণার প্রস্তাব করা হ'ল।

এ সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত নিম্নে উপস্থাপণ করা হ'ল ঃ

১। **উদ্ভিদ বৈচিত্র্য ঃ**
প্রস্তাবিত এলাকাটি টেংরাগিরি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে রয়েছে সুন্দরী, কেওড়া, বাইন, পশুর, কাকড়া, রেইনট্রি, জারুল, ধুন্দাল, বনকাঠাল, বট, রাম তেঁতুল, গেওয়া, করমচা, গরান, শিংড়া, হাররা, হেতাল, গিলেলতা, কালিয়ালতা, বলাই, হারগোজা, গোলপাতাসহ অসংখ্য প্রজাতির গাছ-গাছড়া।

২। **প্রাণী বৈচিত্র্য ঃ**
এলাকাটিতে বানর, শুকর, সজারু, শিয়াল, বাদুর, কুকুর, বেজি, চামচিকা, গুইসাপ, গোখরাসাপ, অজগর সাপ, বাবুই, পেঁচা, বউ কথা কও, চিল, শালিক, শ্যামা, টুনটুনি, ঘুঘু, মাছরাঙা, সাদাবক, ডাহুক, দোয়েল, বুলবুলি ইত্যাদিসহ অসংখ্য প্রজাতির বণ্যপ্রাণী রয়েছে। এর মধ্যে আই.ইউ.সি.এন এর তালিকা অনুসারে বিভিন্ন প্রজাতির বণ্যপ্রাণী বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে।

চলমান পাতা নং- ০২

৩। **ভূমিরূপ** ঃ উপকূলীয় সমতল ভূমিতে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল।

৪। **প্রাকৃতিক ছড়া** ঃ প্রস্তাবিত এলাকাটি বিভিন্ন খাল দ্বারা বেষ্টিত। উল্লেখিত খালসমূহে সারা বছর জোয়ার-ভাটায় পানির প্রবাহ বিদ্যমান থাকে।

৫। **অবস্থান** ঃ প্রস্তাবিত এলাকাটি বরগুনা জেলা শহর হতে ৪৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পূর্বদিকে, কুয়াকাটা ইকোপার্ক পর্যটন এলাকা হতে পশ্চিমে, ওয়াপদা বেড়ীবাঁধ বড় বগী মৌজার দক্ষিণে এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তরে অবস্থিত। ভৌগলিকভাবে ২১°৫১ হতে ২১°৫৩ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯০°০ হতে ৯০°৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

৬। **আয়তন** ঃ মোট ৪০৪৮.৫৮ হেক্টর (ম্যাপে প্রদর্শিত)।

তফশীল

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	বিট	ব্লক	মৌজা	বনভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	বনের শ্রেণী	মন্তব্য
বরগুনা	আমতলী	আমতলী	সখিনা	-	টেংরাগিরি	৪০৪৮.৫৮	সংরক্ষিত বন	গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং- ৭৬২৬ এস,এ তাং-১২/০৭/১৯৬০ ইং

চৌহদ্দির বিবরণ

উত্তর ঃ ওয়াপদা বেড়ীবাঁধ বড় বগী মৌজা
দক্ষিণ ঃ বঙ্গোপসাগর।
পূর্ব ঃ আন্ধারমানিক নদী।
পশ্চিম ঃ আশার চর, নিদ্রার চর, পায়রা নদীর মোহনা ও বঙ্গোপসাগর।

এমতাবস্থায় বর্ণিত টেংরাগিরি মৌজার সর্বমোট ৪০৪৮.৫৮ হেক্টর সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে "টেংরাগিরি বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য" ঘোষণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্তি ঃ
১। প্রস্তাবিত এলাকার ম্যাপ- ১ কপি
২। গেজেট বিজ্ঞপ্তির নমুনা- ১ কপি।

(গোবিন্দ রায়)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
উপকূলীয় বন বিভাগ
পটুয়াখালী।

পত্র নং-

তারিখ ঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ
১। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বনভবন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২। বন সংরক্ষক, বণ্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বনভবন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। এই প্রসঙ্গে মহোদয়ের দপ্তরের সূত্রোক্তপত্র উল্লেখ্য।

(গোবিন্দ রায়)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
উপকূলীয় বন বিভাগ
পটুয়াখালী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৩

প্রত্র নং-   তারিখ ঃ

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ বণ্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ ইং এর ধারা ২৩ (৩) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এই মর্মে ঘোষণা করিতেছে যে, গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং- ৭৬২৬ এস,এ তারিখ- ১২/০৭/১৯৬০ ইং মূলে (শুধুমাত্র বাউণ্ডারী উল্লেখপূর্বক) "টেংরাগিরি সংরক্ষিত বনাঞ্চল" এলাকার আমতলী উপজেলার নিম্ন তফশীলে বর্ণিত বনভূমি অত্র বিজ্ঞপ্তি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে বৃক্ষ সম্পদ সংরক্ষণ, বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ, চিত্তবিনোদন ও পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের জন্য "টেংরাগিরি বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য" হিসেবে ঘোষণা করা হ'ল।

তফশীল

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	বিট	ব্লক	মৌজা	বনভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	বনের শ্রেণী	মন্তব্য
বরগুনা	আমতলী	আমতলী	সখিনা	–	টেংরাগিরি	৪০৪৮.৫৮	সংরক্ষিত বন	গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং- ৭৬২৬ এস,এ তাং-১২/০৭/১৯৬০ ইং

চৌহদ্দির বিবরণ

উত্তর ঃ ওয়াপদা বেড়ীবাঁধ বড় বগী মৌজা
দক্ষিণ ঃ বঙ্গোপসাগর।
পূর্ব ঃ আন্ধারমানিক নদী।
পশ্চিম ঃ আশার চর, নিদ্রার চর, পায়রা নদীর মোহনা ও বঙ্গোপসাগর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা
(পরবর্তী) গেজেটে প্রকাশ করতঃ ৫০ (পঞ্চাশ) কপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

পত্র নং-   তারিখ ঃ

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বনভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
৪। বন সংরক্ষক, কোস্টাল সার্কেল, বরিশাল।
৫। বন সংরক্ষক, বণ্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বনভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬। জেলা প্রশাসক, বরগুনা।
৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, উপকূলীয় বন বিভাগ, পটুয়াখালী।
৮। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

সিনিয়র সহকারী সচিব

JAHANGIR\E:\FOREST OFFICE\MANINDRA\Eco-park & Tangragri Reserved Forest (2010).doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

নং-পবম/ বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী অভয়ারন্য-১৩/২০১০/৫০৮ তারিখ ঃ ২৪ অক্টোবর ২০১০

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ ইং এর ধারা ২৩ (৩) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বরগুনা জেলার নিম্ন তফশীলে বর্ণিত সংরক্ষিত বন উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে "টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারন্য" হিসেবে ঘোষণা করা হলোঃ

'তফশীল'

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	বিট	মৌজা	বনভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	বনের শ্রেণী
বরগুনা	আমতলী	আমতলী	সখিনা	টেংরাগিরি	৪০৪৮.৫৮	সংরক্ষিত বন

চৌহদ্দীর বিবরণ

উত্তর ঃ ওয়াপদা বেড়ীবাঁধ, বড় বগী মৌজা।
দক্ষিন ঃ বঙ্গোপসাগর।
পূর্ব ঃ আন্ধারমানিক নদী।
পশ্চিম ঃ আশার চর, নিদ্রার চর, পায়রা নদীর মোহনা ও বঙ্গোপসাগর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(ড. মিহির কান্তি মজুমদার)
সচিব

উপ নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ ৫০ (পঞ্চাশ) কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হলো)

নং-পবম/ বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী অভয়ারন্য-১৩/২০১০/৫০৮/১(৮) তারিখ ঃ ২৪ অক্টোবর ২০১০

১. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
৩. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. জেলা প্রশাসক, বরগুনা।
৫. বন সংরক্ষক, কোস্টাল অঞ্চল, কাশীপুর, বরিশাল।
৬. বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৮. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, বরগুনা।

২৪-১০-১০
(জাহান আরা বেগম)
উপ-সচিব

19 DEC 2011

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

নং-পবম/ বন শা-২/৪৮/২০১০/৬৭৮ তারিখ ঃ ১৪-১২-১১

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ ইং এর ধারা ২৩ (৩) এর ক্ষমতাবলে নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার পাইকবান্দা রেঞ্জের ধামইরহাট বিট এলাকায় অবস্থিত নিম্ন তফশীল বর্ণিত বনভূমি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে বৃক্ষ সম্পদ সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের জন্য 'আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যান' হিসেবে ঘোষণা করা হলোঃ

'তফশীল'

জেলা	উপ জেলা	রেঞ্জ	বিট	ব্লক/মৌজা	বনভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	বনের শ্রেণী	মন্তব্য
নওগাঁ	ধামইরহাট	পাইকবান্দা	ধামইরহাট	মইশড় মৌজা	১২০.৭৯	সংরক্ষিত বন	
				মইশড় মৌজা	১.২২	রক্ষিত বন	
				মইশড় মৌজা	৯.২৭	অর্পিত বন	
				জয়জয়পুর	২.৫৬	সংরক্ষিত বন	
				জয়জয়পুর	১.১০	রক্ষিত বন	
				জয়জয়পুর	১.৩০	অর্পিত বন	
				ছোট মোল্লাপাড়া	৭.৭২	সংরক্ষিত বন	
				ছোট মোল্লাপাড়া	০.৭৭	রক্ষিত বন	
				ছোট মোল্লাপাড়া	৭.১১	অর্পিত বন	
				বাখরপুর	০.৩১	সংরক্ষিত বন	
				বাখরপুর	২৩.৪৬	রক্ষিত বন	
				বাখরপুর	১৫.৩৭	অর্পিত বন	
				চকযদু	০.১৯	সংরক্ষিত বন	
				চকযদু	৮.৯৪	রক্ষিত বন	
				চকযদু	২.৬৫	অর্পিত বন	
				জোতমামুদপুর	৯.৮৮	অর্পিত বন	
				মদনপুর	৫৪.৬৬	অর্পিত বন	

সার-সংক্ষেপ ঃ

সংরক্ষিত বন	-	১৩১.৫৭ হেঃ
রক্ষিত বন	-	৩৫.৪৯ হেঃ
অর্পিত বন	-	৯৭.০৬ হেঃ
সর্বমোট	-	২৬৪.১২ হেঃ

চৌহদ্দির বিবরণ

উত্তর ঃ ভারত সীমান্ত
দক্ষিণ ঃ ধামইরহাট উপজেলা
পূর্ব ঃ জয়পুরহাট জেলা
পশ্চিম ঃ আত্রাই নদী।

১৪/১২/২০১১
(মেসবাহ উল আলম)
সচিব

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(পূর্ব পাতার পর)

উপ নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
(পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ ৫০ (পঞ্চাশ) কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হলো)

নং-পবম/ বন শা-২/০২/অভয়ারণ্য/১৩/২০১০/ ৬৭৮ তারিখ ঃ ১৪-১২-১১

০১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
০৪। জেলা প্রশাসক, নওগাঁ।
০৫। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৬। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৭। বন সংরক্ষক, বগুড়া।
০৮। বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৯। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন বিভাগ, রাজশাহী সামাজিক বন বিভাগ।

মোমেনা
১৫/১২/২০১১
(মোমেনা খাতুন)
উপ-সচিব

পত্র নং- বস (বন্যপ্রাণী)/২এম-১২৩/১১/২১৯৭ তারিখঃ ২১/১২/২০১১ইং

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত মহলে প্রেরন করা হইল।

১। উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উইং/ সামাজিক বন উইং/পরিকল্পনা উইং/বন ব্যবস্থাপনা উইং, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

২। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী।

৩। বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল/ চট্টগ্রাম অঞ্চল/রাঙ্গামাটি অঞ্চল/কোস্টাল অঞ্চল/খুলনা অঞ্চল/ সামাজিক বন অঞ্চল, ঢাকা/বগুড়া/যশোর।

৪। সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইউনিট/ উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

৫। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ রাজশাহী, প্রজ্ঞাপিত এলাকায় সাইনবোর্ড স্থাপন করতঃ এলাকাটি বন্যপ্রাণী আইন ১৯৭৪ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

২১/১২/১১
(ড. তপন কুমার দে)
বন সংরক্ষক
বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল
বন ভবন, আগারগাঁও ,ঢাকা।
ফোন: ৮১৮১১৪২।

২৮/১২/১১

19 DEC 2011

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

নং-পবম/ বন শা-২/০২/অভয়ারণ্য/১৩/২০১০/ ৬৭৯ তারিখ ঃ১৪ডিসেম্বর ২০১১

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ ইং এর ধারা ২৩ (৩) এর ক্ষমতাবলে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার ঠাকুরগাঁও ফরেস্ট রেঞ্জের বীরগঞ্জ বিটের জগদল ও মাকড়াই মৌজা এলাকায় অবস্থিত নিম্ন তফশীল বর্ণিত বনভূমি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে বৃক্ষ সম্পদ সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের জন্য ' বীরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান' হিসেবে ঘোষণা করা হলোঃ

'তফশীল'

জেলা	উপ জেলা	রেঞ্জ	বিট	ব্লক/মৌজা	বনভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	বনের শ্রেণী	মন্তব্য
দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও ফরেষ্ট রেঞ্জ	বীরগঞ্জ	জগদল ও মাকড়াই	১৬৮.৫৬	সংরক্ষিত বন	গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং-১/ফর-১৩৮/৭৪/৩২২ তারিখ ঃ ১৪-১১-১৯৭৪ এবং গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং-পবম (শা-৩)-১০৬/৯২(অংশ-১)/৭৫ তারিখ ঃ ২৬-০১-২০০৪

চৌহদ্দির বিবরণ

উত্তর ঃ বীরগঞ্জ পৌর এলাকা
দক্ষিন ঃ ১৬ মাইল বাজার ও কাহারোল উপজেলা
পূর্ব ঃ লোকালয় ও ঢেপা নদী
পশ্চিম ঃ দিনাজপুর-পঞ্চগড় মহাসড়ক

১৪/১২/২০১১
(মেছবাহ উল আলম)
সচিব

উপ নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
(পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ ৫০ (পঞ্চাশ) কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হলো)

নং-পবম/ বন শা-২/০২/অভয়ারণ্য/১৩/২০১০/ ৬৭৯ তারিখ ঃ১৪ডিসেম্বর ২০১১

০১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
০৪। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর।
০৫। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৬। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৭। বন সংরক্ষক, বগুড়া।
০৮। বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৯। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন বিভাগ, দিনাজপুর সামাজিক বন বিভাগ।

১৪/১২/২০১১
(মোমেনা খাতুন)
উপ-সচিব

পত্র নং- বস (বন্যপ্রাণী)/২এম-১২৩/১১/২২৯৮ তারিখঃ ২১/১২/২০১১ইং

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত মহলে প্রেরন করা হইল।

১। উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উইং/ সামাজিক বন উইং/পরিকল্পনাউইং/বন ব্যবস্থাপনা উইং, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

২। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর।

৩। বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল/ চট্টগ্রাম অঞ্চল/রাঙ্গামাটি অঞ্চল/কোস্টাল অঞ্চল/খুলনা অঞ্চল/ সামাজিক বন অঞ্চল, ঢাকা/বগুড়া/যশোর।

৪। সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইউনিট/ উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

৫। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ দিনাজপুর, প্রজ্ঞাপিত এলাকায় সাইনবোর্ড স্থাপন করতঃ এলাকাটি বন্যপ্রাণী আইন ১৯৭৪ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

২১/১২/১১

(ড. তপন কুমার দে)
বন সংরক্ষক
বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল
বন ভবন, আগারগাঁও ,ঢাকা।
ফোন: ৮১৮১১৪২।

২১/১২/১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

নং-পবম/ বন শা-২/০২/জাতীয় উদ্যান/১০/২০১০/৫০৯ তারিখ ঃ ২৪ অক্টোবর ২০১০

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ ইং এর ধারা ২৩ (৩) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পটুয়াখালী জেলাধীন সংরক্ষিত বনের 'কুয়াকাটা ইকোপার্ক' বনাঞ্চল এলাকার নিম্ন তফশীলে বর্ণিত বনভূমিতে উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ ও পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে 'কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান' হিসেবে ঘোষণা করা হলো ঃ

'তফশীল'

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	বিট/ক্যাম্প	মৌজা	বনভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	বনের শ্রেণী
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	মহিপুর	গঙ্গামতি, কুয়াকাটা ও খাজুরা ক্যাম্প	গঙ্গামতি ও লতাচাপলী	১৬১৩.০	সংরক্ষিত বন

চৌহদ্দীর বিবরণ

উত্তর ঃ ওয়াপদা বেড়ীবাঁধ।
দক্ষিন ঃ বঙ্গোপসাগর।
পূর্ব ঃ বঙ্গোপসাগর।
পশ্চিম ঃ আন্ধারমানিক ও বঙ্গোপসাগর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(ড. মিহির কান্তি মজুমদার)
সচিব

উপ নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ ৫০ (পঞ্চাশ) কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হলো)

নং-পবম/ বন শা-২/০২/জাতীয় উদ্যান/১০/২০১০/ ৫০৯(১০) তারিখ ঃ ২৪ অক্টোবর ২০১০

১. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
৪. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী।
৬. বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭. বন সংরক্ষক, কোস্টাল অঞ্চল কাশীপুর, বরিশাল।
৮. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৯. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, উপকূলীয় বন বিভাগ, পটুয়াখালী।

২৫-১০-১০
(জাহান আরা বেগম)
উপ-সচিব

J. Kuliani Notification_MoeF 09-10.doc 60

(১২)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

নং-পবম/ বন শা-২/০২/জাতীয় উদ্যান/১০/২০১০/৫১০ তারিখ ঃ ২৪ অক্টোবর ২০১০

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ ইং এর ধারা ২৩ (৩) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দিনাজপুর জেলার নিম্ন তফশীলে বর্ণিত সংরক্ষিত বনে উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে 'নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান' হিসেবে ঘোষণা করা হলো ঃ

'তফশীল'

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	বিট	মৌজা	বনভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	বনের শ্রেণী
দিনাজপুর	নবাবগঞ্জ	চরকাই	নবাবগঞ্জ	জগন্নাথপুর, তার্পণঘাট, খটখটিয়া, কুশদহপুর, বড় জালালপুর, আলোকঝুড়ি, হরিল্যাখুর ও রসুলপুর	৫১৭.৬১	সংরক্ষিত বন

চৌহদ্দীর বিবরণ

উত্তর ঃ আশুরার বিল এবং হরিপুর বিট।
দক্ষিন ঃ নবাবগঞ্জ-বিরামপুর পাকা সড়ক।
পূর্ব ঃ আশুরার বিল, নবাবগঞ্জ উপজেলা সদর।
পশ্চিম ঃ চরকাই সদর বিট, ধানজুরি, পেট্রোল পোস্টের আশুরার বিল পরিবেষ্টিত শাল বাগান।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(ড. মিহির কান্তি মজুমদার)
সচিব

উপ নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ ৫০ (পঞ্চাশ) কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হলো)

নং-পবম/ বন শা-২/০২/জাতীয় উদ্যান/১০/২০১০/৫১০(১০) তারিখ ঃ ২৪ অক্টোবর ২০১০

১. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৪. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর।
৬. বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া।
৭. বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৮. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৯. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, দিনাজপুর।

২৪-১০-১০
(জাহান আরা বেগম)
উপ-সচিব

(১৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

নং-পবম/ বন শা-২/০২/জাতীয় উদ্যান/১০/২০১০/৫১১ তারিখ ঃ ২৪ অক্টোবর ২০১০

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ ইং এর ধারা ২৩ (৩) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দিনাজপুর জেলার নিম্ন তফশীলে বর্ণিত সংরক্ষিত বনভূমিতে উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে 'সিংড়া জাতীয় উদ্যান' হিসেবে ঘোষণা করা হলোঃ

'তফশীল'

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	বিট	মৌজা	বনভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	বনের শ্রেণী
দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও ফরেস্ট রেঞ্জ	সিংড়া	ডালগ্রাম, চাউলিয়া সিংড়া ও নর্তনদী।	৩০৫.৬৯	সংরক্ষিত বন।

চৌহদ্দীর বিবরণ

উত্তর ঃ দিনাজপুর-পঞ্চগড় মহাসড়ক।
দক্ষিন ঃ পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ সংযোগ সড়ক।
পূর্ব ঃ কাহারোল উপজেলা।
পশ্চিম ঃ ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(ড. মিহির কান্তি মজুমদার)
সচিব

উপ নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ ৫০ (পঞ্চাশ) কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হলো)

নং-পবম/ বন শা-২/০২/জাতীয় উদ্যান/১০/২০১০/৫১১(৯) তারিখ ঃ ২৪ অক্টোবর ২০১০

১. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৪. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর।
৬. বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া।
৭. বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৮. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৯. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, দিনাজপুর।

২৫-১০-১০
(জাহান আরা বেগম)
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

নং-পবম/ বন শা-২/০২/জাতীয় উদ্যান/১০/২০১০/৫১২ তারিখ ঃ ২৪ অক্টোবর ২০১০

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ ইং এর ধারা ২৩ (৩) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলায় সংরক্ষিত বন ঘোষণার প্রক্রিয়াধীন কাদিগড় ও পালগাঁও মৌজাভুক্ত নিম্ন তফশীলে বর্ণিত বনভূমি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে বৃক্ষ সম্পদ সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের জন্য 'কাদিগড় জাতীয় উদ্যান' হিসেবে ঘোষণা করা হলোঃ

'তফশীল'

জেলা	উপ জেলা	রেঞ্জ	বিট	পরগনা	মৌজা	দাগ নং	বনভূমির পরিমাণ	বনের শ্রেণী
ময়মনসিংহ	ভালুকা	ভালুকা	কাদিগড়	রণ ভাওয়াল	কাদিগড়	১৭, ৩৩১, ৩৮৩, ৪১৬, ৪২০, ৪৩৪, ৪৪০, ৪৭৬, ৪৯১, ৬৩০, ৭৩১, ৭৪৬, ৭৫২ = ১৩টি দাগ	(একর) ৭০০.০	সংরক্ষিত বন (প্রস্তাবিত)
ময়মনসিংহ	ভালুকা	ভালুকা	কাদিগড়	রণ ভাওয়াল	পালগাঁও	১২২৬, ১২২৮, ১২৩৩, ১২৩৭, ১২৪২,১২৫৫ = ০৬টি দাগ	(একর) ১৫০.০	সংরক্ষিত বন (প্রস্তাবিত)

মোট বনভূমির পরিমাণ = ৮৫০.০ একর
= ৩৪৪.১৩ হেক্টর।

চৌহদ্দীর বিবরণ

উত্তর ঃ তালাব পশ্চিম বাজার, গুবুদিয়া খাল, তালাব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
দক্ষিন ঃ গণক বাজার, পালগাঁও-টু-সিডস্টোর বাজার কাঁচা সড়ক।
পূর্ব ঃ মেন্না মার্কেট, আউলাতলী মিশন হাসাতাল।
পশ্চিম ঃ পালগাঁও চৌরাস্তা, পালগাঁও আইডিয়াল স্কুল, ফরেস্ট জামে মসজিদ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
(ড. মিহির কান্তি মজুমদার)
সচিব

উপ নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
(পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ ৫০ (পঞ্চাশ) কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হলো)

নং-পবম/ বন শা-২/০২/জাতীয় উদ্যান/১০/২০১০/৫১২ (৯) তারিখ ঃ ২৪ অক্টোবর ২০১০.

১. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।
৬. বন সংরক্ষক, সেন্ট্রাল সার্কেল, মহাখালী, ঢাকা।
৭. বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৮. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৯. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন বিভাগ, ময়মনসিংহ।

(জাহান আরা বেগম)
উপ-সচিব

(৪)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-২

নং পবম/বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য/১০/২০১০/ ২১০ তারিখ ঃ ০৬ এপ্রিল ২০১০

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আইন ১৯৭৪ এর ধারা ২৩(৩) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম জেলার নিম্ন তফশীলে বর্ণিত সংরক্ষিত বনভূমি উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের তারিখ হতে **"বারৈয়াঢালা জাতীয় উদ্যান"** হিসাবে ঘোষণা করা হলোঃ

তফশীল

জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	বিট	ব্লক	মৌজা	বনভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	বনের শ্রেণী
চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	বারৈয়াঢালা	বারৈয়াঢালা	বারৈয়াঢালা	জঙ্গল টেরিয়াইল, জঙ্গল কলাবাড়িয়া ধর্মপুর	৬৬৪.৭৮	সংরক্ষিত বন
	মীরসরাই	বারৈয়াঢালা	বারৈয়াঢালা	ওয়াহেদপুর	রামগড়-সীতাকুন্ড সংরক্ষিত বন-২৯	১১১০.৯৩	-ঐ-
	মীরসরাই	বারৈয়াঢালা	বড়তাকিয়া	কুন্ডেরহাট	-ঐ-	১১৫৭.৯০	-ঐ-
					মোট ঃ	২৯৩৩.৬১	

চৌহদ্দী

উত্তর ঃ মীরসরাই রেঞ্জের গোবানিয়া বিটের গোবানিয়া ব্লক ।

দক্ষিণ ঃ বারৈয়াঢালা রেঞ্জের সীতাকুন্ড বিটের সীতাকুন্ড ব্লক, জঙ্গল সীতাকুন্ড মৌজা।

পূর্ব ঃ ফটিকছড়ি উপজেলার রামগড়-সীতাকুন্ড সংরক্ষিত বন; বালুখালী বিট, ফটিকছড়ি বিট, হাজারীখিল বিট, বারমাসিয়া বিটের সংরক্ষিত বনাঞ্চল।

পশ্চিম ঃ সীতাকুন্ড, জঙ্গল ধর্মপুর, বড় কমলদহ, ওয়াহেদপুর, পূর্ব খৈয়াছড়া, পূর্ব মঘাদিয়া, গোবানিয়া মৌজা ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
(স্বাক্ষর) ২৬/৪/১০
(ড. মিহির কান্তি মজুমদার)
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করতঃ পঞ্চাশ কপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধসহ)।

নং পবম/বন শা-২/০২/বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য/১০/২০১০/২১০(৯) তারিখ ঃ ০৬ এপ্রিল ২০১০

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৩। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
৫। বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম/ বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৮। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ, চট্টগ্রাম।

(স্বাক্ষর) ৬-৪-১০
(জাহান আরা বেগম)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৬১১৮৩

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ ফাল্গুন, ১৪১৭/২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

নং পবম(বঃ শাঃ-১)৪৫/২০১০/১৩৪—যেহেতু বন বিভাগ বিগত শতাধিক বছর যাবৎ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মূল্যবান বনজসম্পদ সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বনভূমি এবং বনজসম্পদের ওপর সৃষ্ট অতিরিক্ত চাপ নিরসনে ইতোপূর্বে স্থানীয় জনগণকে বন ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে সামাজিক বনায়ন ও রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ বর্তমানে বন ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মী হিসাবে বন রক্ষার কাজে বনকর্মীদের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু তারপরও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মূল্যবান বনজসম্পদ সংরক্ষণ করতে গিয়ে কমিউনিটি বনকর্মীসহ বনকর্মীগণ দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন। সরকারি দায়িত্ব পালনরত বনকর্মীদের গুরুতর আহত এবং মৃত্যুবরণের ঘটনা প্রতিবছর সংঘটিত হচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে এ ক্ষতিপূরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

সেহেতু বন সরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ ও বন রক্ষার কাজে সাহসিকতাপূর্ণ অবদান রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এবং তার পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১। **শিরোনাম ঃ** এ নীতিমালা **'বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১১'** নামে অভিহিত হবে।

২। **প্রয়োগ ঃ**

(ক) সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হবে।

(খ) সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের তারিখ থেকে এ নীতিমালা কার্যকরী হবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

২

৩। **উদ্দেশ্য ঃ**

(ক) বন সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

(খ) বন রক্ষা করতে গিয়ে কেউ **ক্ষতিগ্রস্ত** হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান।

৪। **সংজ্ঞা ঃ**

(ক) **বনকর্মীঃ** সরকার কর্তৃক নিয়োজিত—

(১) বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী।

(২) সহ-ব্যবস্থাপনা (Co-management) পদ্ধতির আওতায় গঠিত 'কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটি' কর্তৃক বন পাহারার কাজে নিয়োজিত কমিউনিটি পেট্রল গ্রুপের সদস্য।

(৩) বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে বন রক্ষার কাজে দায়িত্বরত নিবন্ধনকৃত ফরেস্ট ভিলেজার।

(৪) সামাজিক বনায়নের সাথে সম্পৃক্ত ও চুক্তিভুক্ত উপকারভোগী সদস্য।

(খ) **ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিঃ** এ নীতিমালার অধীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বলতে বন আইন প্রয়োগকালে বা বন রক্ষার কাজে বনাঞ্চলে অবস্থানকালে বহিরাগত/প্রতিপক্ষ/বনদস্যু কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত বনকর্মীকে অথবা বনাঞ্চলে দায়িত্ব পালনকালে প্রাকৃতিক (ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিকম্প) দুর্যোগে আঘাতপ্রাপ্ত কোন বনকর্মীকে বুঝাবে।

(গ) **পঙ্গুত্ববরণঃ** আঘাতজনিত কারণে চিরস্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ববরণের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন যাপনে অক্ষম হয়ে পড়া অথবা গুরুতর আঘাতজনিত কারণে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হারানো (চিকিৎসকের সনদ পত্র সমর্থিত) কোন বনকর্মী।

৫। **যে সকল কারণে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে ঃ**

(ক) বন বিভাগ নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি বনাঞ্চলের বনজসম্পদ/বন্যপ্রাণি/বনভূমি রক্ষার বা উদ্ধারের দায়িত্ব পালনকালে বহিরাগত/প্রতিপক্ষ/বনদস্যু কর্তৃক আঘাতের কারণে।

(খ) বনাঞ্চলে দায়িত্ব পালনকালে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ-এর কারণে কোন বনকর্মী (দফা ৪ ক অনুযায়ী) পঙ্গুত্ববরণ (দফা ৪ গ অনুযায়ী) বা মৃত্যুবরণ করলে।

৬। **ক্ষতিপূরণের ধরন ও পরিমাণ ঃ**

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
(১)	মৃত্যুবরণ	৩,০০,০০০ টাকা
(২)	পঙ্গুত্ববরণ	১,৫০,০০০ টাকা

৭। **বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণ কমিটি ঃ** 6

ক। আইনানুগভাগে সরকারি বনাঞ্চলে বনরক্ষার দায়িত্ব পালনকালে বনের অভ্যন্তরে বা বাহিরে ক্ষতিগ্রস্ত কোন বনকর্মী (দফা ৪ ক অনুযায়ী) নিজে বা তার দলনেতা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বৈধ উত্তরাধিকারী ক্ষতির বিবরণসহ দফা ৫ এর ধারা উল্লেখপূর্বক ক্ষতিপূরণ দাবী করে ঘটনার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের রেঞ্জ কর্মকর্তার নিকট ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে নির্ধারিত (নমুনা-ক) ফরমে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ সম্পর্কে অবহিত করতঃ সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি ও ডাক্তারী সনদপত্র সংযুক্ত করে ক্ষতিপূরণ দাবী করবেন। উক্ত আবেদন প্রাপ্তির পরে নিম্নবর্ণিত কমিটি কর্তৃক ক্ষতিপূরণ দাবীর বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করা হবে।

কমিটি ঃ

(ক)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	আহবায়ক
(খ)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	-	সদস্য
(গ)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য	-	সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট সহকারী বন সংরক্ষক/রেঞ্জ কর্মকর্তা	-	সদস্য-সচিব

তদন্ত কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে, শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির নিরূপণ ও জীবন হানির ব্যাপারে সত্যতা যাচাই করে মতামতসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট তাঁদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

খ। **ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরের পদ্ধতি ঃ** বিভাগীয় বন কর্মকর্তা "বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির যোগ্যতা নিরূপণ কমিটি" এর প্রতিবেদন ও ক্ষতিপূরণের আবেদন প্রাপ্তির পর উহা পর্যালোচনা করে সুপারিশসহকারে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষকের নিকট আর্থিক মঞ্জুরীর জন্য প্রেরণ করবেন। বন সংরক্ষক সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ বরাদ্দ ও দাবিকৃত অর্থ মঞ্জুরী প্রদানের জন্য "প্রধান বন সংরক্ষক" এর নিকট প্রেরণ করবেন। প্রধান বন সংরক্ষক ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির সাপেক্ষে ০৩ (তিন) মাসর মধ্যে মঞ্জুরী প্রদানসহ বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন।

৮। **ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অযোগ্যতা ঃ**

(ক) বিবেচনাধীন বনকর্মী প্রতিপক্ষের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হবার সময়ে বন সংরক্ষণের কাজে বন আইন প্রয়োগে নিয়োজিত না থাকলে।

(খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বনকর্মী বনের অভ্যন্তরে দায়িত্বরত না থাকলে।

৯। **ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর ঃ** প্রধান বন সংরক্ষক এ নীতিমালার অধীন ক্ষতিপূরণের জন্য প্রস্তাবিত ও সুপারিশকৃত অর্থ দফা ৬ অনুযায়ী মঞ্জুরী প্রদান করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ-এর নিকট কমিটির সদস্যগণের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষতিপূরণের অর্থ চেক-এর মাধ্যমে হস্তান্তর করবেন। এতদ্ব্যতীত এ সংক্রান্ত তথ্য রেজিস্টারে ঘটনার বিবরণ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিস্তারিত পরিচয়সহ রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

২। এ প্রজ্ঞাপনটি জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মেছবাহ উল আলম
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

ফরম-ক

বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দাবীর আবেদন পত্র

ক্রমিক নং		বিবরণ	নীতিমালা অনুসারে দাবীকৃত ক্ষতির পরিমাণ (টাকা)
১।	(ক)	আবেদনকারীর নাম ঃ	
	(খ)	পিতা/মাতা/স্বামীর নাম ঃ	
	(গ)	ঠিকানা ঃ	
		বাড়ী ঃ	
		গ্রাম ঃ	
		ইউনিয়ন ঃ	
		পোস্ট অফিস ঃ	
		থানা ঃ	
		জেলা ঃ	
২।	নিহত/ক্ষতিগ্রস্ত/পঙ্গুত্ববরণকৃত ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও ক্ষতির ধরন ঃ		
	(ক)	নিহত/আহত ব্যক্তির নাম ঃ	
		পিতা/মাতা/স্বামীর নাম ঃ	
	(খ)	বয়স ঃ	
	(গ)	ঠিকানা ঃ	
		বাড়ী ঃ	
		গ্রাম ঃ	
		ইউনিয়ন ঃ	
		পোস্ট অফিস ঃ	
		থানা ঃ	
		জেলা ঃ	

ক্রমিক নং		বিবরণ	নীতিমালা অনুসারে দাবীকৃত ক্ষতির পরিমাণ (টাকা)
	(ঘ)	নিহত/আহত/ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে আবেদনকারীর সম্পর্ক ঃ	
	(ঙ)	নিহত/আহত হওয়ার স্থান ঃ	
	(চ)	আঘাতের বিস্তারিত বর্ণনা ঃ	
	(ছ)	ক্ষতির ধরন (নিহত/আহত) ঃ	
	(জ)	সংশ্লিষ্ট থানায় দায়েরকৃত জিডির কপি ঃ	
	(ঝ)	ডাক্তারী সনদপত্র ঃ	
	(ঞ)	সরকারী বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে নিহত/আহত হলে সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা কর্তৃক দেয় প্রবেশের অনুমতি পত্র ঃ	

		আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

৩।	কমিটির সদস্যদের সুপারিশ ঃ	
৪।	কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর ঃ	
৫।	বিভাগীয় বন কর্মকর্তার সুপারিশসহ স্বাক্ষর ঃ	

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd